Contents

# সোনামণি প্রতিভা

৩৭তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর

→ ২০১৯

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

৩৭তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
২০১৯

দ্বি-মাসিক

# সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

## সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
  - আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা ০৬
  - রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাবলী ১১
  - শিশুর আল-কুরআন শিক্ষা ১৪
- হাদীছের গল্প ১৭
- এসো দো'আ শিখি ১৮
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২০
- কবিতাগুচ্ছ ২৩
- একটুখানি হাসি ২৬
- আমার দেশ ২৭
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২৯
- রহস্যময় পৃথিবী ২৯
- দেশ পরিচিতি ৩১
- যেলা পরিচিতি ৩১
- সংগঠন পরিক্রমা ৩২
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৪
- ভাষা শিক্ষা ৩৭
- কুইজ ৩৯
- নীতিমালা

◆ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
◆ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
◆ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
◆ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

**সার্বিক যোগাযোগ**
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

# সম্পাদকীয়

## মিথ্যাচার

সত্যবাদিতার বিপরীত হচ্ছে মিথ্যাচার। মিথ্যা মানেই অযথার্থ, বেঠিক, কাল্পনিক, অমূলক, অনর্থক ও অবাস্তব। যে মিথ্যা বলে সে মিথ্যাবাদী। মিথ্যা বলা ইসলামী শরী'আতে অতি দূষণীয়। এটি যেমন পারস্পরিক বিশ্বাস-হৃদ্যতার ছেদ ঘটায়। তেমনি ভদ্র ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণের পথে বড় অন্তরায়। মিথ্যার ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অনাস্থা, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মিথ্যা মানুষকে ঘৃণিত ও নিন্দিত করে এবং পাপের পথে পরিচালিত করে।

মিথ্যা মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল সৃষ্টি করে। মিথ্যাবাদীর আচরণে সততার অভাব ধরা পড়ে। সে সুবিধা আদায়ের জন্য হালাল-হারাম বিচার করে না। ঘৃণিত এই স্বভাবের কারণে সে ছিরাতে মুস্তাকীম থেকে ছিটকে পড়ে এবং আল্লাহ্র হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মুমিন/গাফির ৪০/২৮)*।

মিথ্যা মানুষের মনে সন্দেহ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। ফলে মিথ্যাবাদীর অন্তরে সর্বদা অস্থিরতা বিরাজ করে এবং এটি তার মানসিক প্রশান্তি বিদূরিত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয় তা পরিত্যাগ করে যাতে সন্দেহ নেই তা গ্রহণ কর। কেননা সত্য হচ্ছে প্রশান্তির আর মিথ্যা হচ্ছে সন্দেহ *(তিরমিযী হা/২৫২৮; মিশকাত হা/২৭৭৩)*। মিথ্যা মানুষের অন্তরকে সংকুচিত করে এবং সর্বদা দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত রাখে। ফলে মিথ্যাবাদী পার্থিব জীবনে মানসিক অশান্তি নিয়ে দিন-রাত অতিবাহিত করে। যা তার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 'মানসিক প্রশান্তিই সবচেয়ে বড় প্রশান্তি এবং মানসিক শাস্তিই সবচেয়ে বড় শাস্তি' *(আল-জাওয়াবুল কাফী পৃ. ১০৬)*।

মিথ্যা মানুষের অন্তরে নিফাক তথা কপটতার রোগ জন্ম দেয়-যা তাকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তার সৎ আমল সমূহ ছিনিয়ে নিয়ে উন্নত মূল্যবোধগুলো বিনষ্ট করে। ফলে এ ধরনের মানুষ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। মিথ্যাচারের কারণে পরকালে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ বলেন, 'তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি তাদের মিথ্যাচারের কারণে' *(বাক্বারাহ ২/১০)*।

Contents



মিথ্যা মানুষকে পাপ ও অন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। আর পাপ তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের পথ বাতলিয়ে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে, তাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কায্যাব (চরম মিথ্যুক) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়' *(মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৭২৪)*।

মিথ্যা সাক্ষ্যদান কাবীরা গুনাহ। এর মাধ্যমে সমাজে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সৃষ্টি হয়। অনেক মানুষ এর মাধ্যমে জেল-যুলুম ও হয়রানীর শিকার হয়। বর্তমানে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে কত জনের হক যে বিনষ্ট করা হচ্ছে, কত নির্দোষ-নিরপরাধ মানুষ যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, কত জমি-জায়গা যে অন্যায়ভাবে দখল করা হচ্ছে তার হিসাব নেই। মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে সতর্ক করে আল্লাহ বলেন, 'অতএব তোমরা মূর্তি পূজার কলুষ ও মিথ্যা কথা হতে দূরে থাক। আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে' *(হজ্জ ২২/৩০-৩১)*।

মিথ্যা বলা মুনাফিকের আলামত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুনাফিকের আলামত তিনটি। ১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে ২. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে ৩. আমানতের খেয়ানত করে' *(বুখারী হা/৩৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'খাঁটি মুনাফিকের আলামত চারটি। তন্মধ্যে একটি হল মিথ্যা কথা বলা' *(বুখারী হা/৩৪)*। আর মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে' *(নিসা ৪/১৪৫)*। মিথ্যা এমন এক জঘন্য অপরাধ যা রিযিক ও বরকতে ঘাটতি সৃষ্টি করে। মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলার মাধ্যমে সাময়িক লাভবান হওয়ার চেষ্টা করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যেও মিথ্যা বলা অনুচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির জন্য, যে মিথ্যা বলে লোকদের হাসায়। দুর্ভোগ তার জন্য, দুর্ভোগ তার জন্য' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯০)*।

অতএব প্রিয় সোনামণি! তোমরা মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাক। কেননা মিথ্যাই অশান্তি ও ধ্বংসের মূল। মিথ্যাবাদী রাখাল ছেলের গল্প হয়ত তোমরা জানো। একদিন সে মিথ্যা বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করতে লাগল। লোকেরা তাকে সাহায্য করতে আসলে সে হো হো করে হেসে উঠল। পরবর্তীতে একদিন সত্যি সত্যি বাঘ আসলে সে চিৎকার শুরু করল। কিন্তু লোকেরা তার কথায় আর বিশ্বাস করল না। ফলে তাকে বাঘের পেটে জীবন দিতে হল। বর্তমানে চলছে মিথ্যার সয়লাব। তাই সার্বিক জীবনে কল্যাণলাভ করতে তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর ও মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাক। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

# কুরআনের আলো

## আত্মীয়তার সম্পর্ক

١. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

১. 'আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী), তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*।

٢. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

২. 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক' *(নিসা ৪/১)*।

٣. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

৩. 'আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে এবং ভয় করে তাদের পালনকর্তাকে ও ভয় করে কঠিন হিসাবকে' *(রা'দ ১৩/২১)*।

٤. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

৪. 'যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অটুট রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাৎ এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস' *(রা'দ ১৩/২৫)*।

٥. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ-أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

৫. 'যদি তোমরা (জিহাদ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে সম্ভবতঃ তোমরা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেন। অতঃপর তাদেরকে তিনি বধির করেন ও তাদের চক্ষুগুলোকে দৃষ্টিহীন করে দেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২-২৩)*।

# হাদীছের আলো

## আত্মীয়তার সম্পর্ক

١. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে' *(বুখারী হা/৬১৩৮)*।

٢. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِى وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে'। তিনি বললেন, 'যদি তাই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ এ কাজে তারা গোনাহগার হয়) এবং তোমার সাথে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহয্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় থাকবে' *(মুসলিম হা/২৫৫৮)*।

٣. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চায় যে, তার রূযী (জীবিকা) প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে' *(বুখারী হা/৫৯৮৬)*।

٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِى إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি সম্পর্ক বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সেই ব্যক্তি, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে' *(তিরমিযী হা/১৯০৮)*।

## প্রবন্ধ

# আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা

*মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম*
*কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।*

**(২য় কিস্তি)**

**৪. সন্তানকে তাবীয-কবচ থেকে দূরে রাখা :** যেখানে ছোট বাচ্চা সেখানেই তাবীয, সুতা, বালা ইত্যাদি। অধিকহারে কাঁদা, ভয়, অনিদ্রা, স্বাস্থ্যের অবনতি ও বদনযর হতে বাঁচতে অনেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। ইসলামে ঝাড়-ফুঁক সিদ্ধ। কিন্তু তাবীয-কবচ, বালা-সুতা, রিং এবং এ জাতীয় যাবতীয় কিছু রোগ মুক্তির জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রোগ মুক্তির জন্য এগুলো ব্যবহার করা শিরক। আদর্শ মা অবশ্যই তার সন্তানকে এগুলো থেকে দূরে রাখবেন। আর ঝাড়-ফুঁক স্রেফ আল্লাহ্র নামে হতে হবে। কোনরূপ শিরক মিশ্রিত কালাম ও জাহেলী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না *(মুসলিম হা/২২০০; মিশকাত হা/৪৫৩০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা'বীয ব্যবহারকারীদের বায়'আত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন না। ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দলটির নয় জনকে বায়'আত করালেন এবং একজনকে বায়'আত করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি নয় জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার সাথে একটি তাবীয আছে। তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তাবীয ছিঁড়ে ফেলল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকেও বায়'আত করালেন এবং বললেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসত এবং সে চর্মপ্রদাহের ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের একটি লম্বা পা-বিশিষ্ট খাট ছিল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দে কাশি দিতেন। একদিন তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন। সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হল। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলে এক গাছি সুতার স্পর্শ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? আমি বললাম, চর্মপ্রদাহের জন্য সুতা পড়া বেঁধেছি। তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আব্দুল্লাহর পরিবার শিরকমুক্ত হল। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মন্ত্র, রক্ষাকবচ, গিঁটযুক্ত মন্ত্রপূত সুতা হল শিরকের অন্তর্ভুক্ত'। আমি বললাম, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেলল। আমার যে

চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়ল তা দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমি তার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে পানি ঝরা বন্ধ হল এবং মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে লাগল। তিনি বলেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দেয় এবং তার আনুগত্য না করলে সে তোমার চোখে তার আঙ্গুলের খোঁচা মারে। কিন্তু তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছিলেন, তবে তা তোমার জন্য উপকারী হত এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হত। তুমি নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাও। أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا *আয্‌হিবিল বা'স, রব্বান না-স! ওয়াশ্‌ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা।* 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩০)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, হযরত রুওয়াইফ ইবনু ছাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم- مِنْهُ بَرِىءٌ 'হে রুওয়াইফ'! হয়তো তুমি আমার পরে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তুমি তখন মানুষকে এ সংবাদ দিবে যে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়ি জট পাকাবে অথবা ধনুকের রশি গলায় কবচ হিসাবে বাঁধবে অথবা পশুর গোবর বা হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করবে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না' *(আবুদাঊদ হা/৩৬; মিশকাত হা/৩৫১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায়, তাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হয়' *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। তাই কোন বস্তুর উপরে নয়, স্রেফ আল্লাহ্‌র কালাম পড়ে আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করতে হবে। এটি হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনোচিকিৎসা। যা দৈহিক চিকিৎসাকে প্রভাবিত করে *(তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, পৃ. ৫৫৪)*।

**৫. সন্তানকে দো'আ পড়ে ফুঁক দেয়া :**

সন্তান অসুস্থ হলে মা তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবেন। সাথে সাথে সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পড়ে ফুঁক দিবেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে জিব্রীল (আঃ) এসে তাঁকে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে

ঝাড়িয়ে দেন।- بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ 'আমি আল্লাহ্র নামে তোমাকে ঝেড়ে দিচ্ছি এমন সকল বিষয় হতে, যা তোমাকে কষ্ট দেয়। প্রত্যেক হিংসুক ব্যক্তির বা হিংসুক চোখের অনিষ্ট হতে আল্লাহ তোমাকে নিরাময় করুন। আল্লাহ্র নামে তোমাকে ঝেড়ে দিচ্ছি' *(মুসলিম হা/২১৮৬; মিশকাত হা/১৫৩৪)*।

জিব্রীল (আঃ) এখানে শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ বলেছেন এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, আল্লাহ ব্যতীত আরোগ্যদাতা কেউ নেই। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনই কোন অসুখে পড়তেন, তখনই জিব্রীল এসে তাঁকে ঝেড়ে দিতেন *(মুসলিম হা/২১৮৫)*। তাই জিব্রীল পঠিত উপরোক্ত দো'আ পড়ে মা তার সন্তানকে ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন এবং যেকোন মুমিন বান্দা অন্য মুমিনকে ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান-হোসাইনকে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করেছেন, أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ 'আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহ্র পূর্ণ বাক্য সমূহের আশ্রয়ে নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান হতে, বিষাক্ত কীট হতে ও প্রত্যেক অনিষ্টকারী চক্ষু হতে' *(বুখারী হা/৩৩৭১; মিশকাত হা/১৫৩৫)*।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু'হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার দু'হাত বুলাতেন *(বুখারী হা/৫০১৭; মিশকাত হা/২১৩২)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের চোখ লাগা হতে পানাহ চাইতেন। কিন্তু যখন সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হল, তখন তিনি সব বাদ দিয়ে এ দু'টিই পড়তে থাকেন' *(তিরমিযী হা/২০৫৮; মিশকাত হা/৪৫৬৩)*।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুখে পড়তেন, তখন সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে নিজের দেহে হাত বুলাতেন। কিন্তু যখন ব্যথা-যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে পড়ত, তখন আমি তা পাঠ করে তাঁর উপরে ফুঁক দিতাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতাম বরকতের আশায়'। মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, 'পরিবারের কেউ পীড়িত হলে রাসূল (ছাঃ) তাকে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন' *(বুখারী হা/৫০১৬; মুসলিম হা/২১৯২; মিশকাত হা/১৫৩২)*। ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে প্রতি ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন' *(তিরমিযী হা/২৯০৩; মিশকাত হা/৯৬৯)*।

একদা তিনি ওক্ববাকে বলেন, হে ওক্বায়েব! আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠ দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না? অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক্ব ও নাস শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি ছালাতে ইমামতি করলেন এবং সূরা দু'টি পাঠ করলেন। ছালাত শেষে যাওয়ার সময় আমাকে বললেন, হে ওক্বায়েব! اِقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ 'তুমি এ দু'টি সূরা পাঠ করবে যখন ঘুমাতে যাবে ও যখন (তাহাজ্জুদে) ছালাতে দাঁড়াবে' *(আহমাদ হা/১৭৩৩৫; নাসাঈ হা/৫৪৩৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওক্ববা বিন আমেরকে আরো বলেন যে, مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلاَ اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهِمَا 'কোন প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করতে পারে না এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু'টি সূরার তুলনায়' *(নাসাঈ হা/৫৪৩৮)*।

ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে জুহফা ও আবওয়া-র মধ্যবর্তী স্থানে ঝড়-বৃষ্টি ও ঘনঘটাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ি। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়তে থাকেন। তিনি আমাকে বললেন, হে ওক্ববা! এ দু'টি সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্র পানাহ চাও। কেননা কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু'টির তুলনায়' *(আবুদাঊদ হা/১৪৬৩; মিশকাত হা/২১৬২)*।

ওক্ববা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, এসময় তিনি বলেন, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ কর। সব কিছুতেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে (تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ) *(তিরমিযী হা/৩৫৭৫; মিশকাত হা/২১৬৩)*।

তাই একজন আদর্শ মা তার সন্তানকে উপরোক্ত দো'আ সমূহ পড়ে ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন। তিনি ঘুমাতে যাওয়ার সময় সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে নিজের দেহে ও সন্তানের দেহে হাত বুলিয়ে দিবেন *(বুখারী হা/৫০১৭)*। সাথে সাথে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২/২৫৫) পাঠ করবেন। তাহলে ফেরেশতা তার পাহারাদার হবে। শয়তান নিকটবর্তী হতে পারবে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একরাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে যাকাতুল ফিৎরের উপর প্রহরী নিযুক্ত করেন। এ সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট আসে এবং ঐ মাল হতে অঞ্জলী ভরে তার চাদরে জামা করতে থাকে। তখন আমি তাকে ধরে ফেলে বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট (বিচারের) জন্য পাঠাব। সে বলল (আমাকে ছেড়ে দিন) আমি অত্যন্ত অভাবী, পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে আছি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নবী করীম (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু

Contents



হুরায়রা! তোমার রাতের বন্দী কী করেছিল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সে তার ভীষণ অভাব অভিযোগ পেশ করলে এবং পরিবারের দোহাই দিলে তার প্রতি আমার দয়া হয়। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে; সাবধান থেকো সে আবার আসবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার কারণে নিশ্চিতভাবে বুঝলাম যে, সে আবার আসবে। তাই আমি সজাগ দৃষ্টি রেখে পাহারা দিতে থাকলাম এবং তার প্রতীক্ষায় রইলাম। হঠাৎ দেখি সে আবার এসে অঞ্জলী ভরে খাদ্য নিতে আরম্ভ করেছে। আমি তাকে ধরে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট নিয়ে যেতে চাইলাম। সে অনুনয় বিনয় করে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব দরিদ্র, পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে আছি। আমি আর আসব না। তার কথায় আমার দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার রাতের বন্দীটি কী করেছিল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সে খুব অভাব অভিযোগের কথা জানাল এবং পরিবারের বহু পোষ্যের অভিযোগ করল। তাই আমি তার প্রতি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। হুঁশিয়ার থেকো, সে আবার আসবে। ফলে আমি তৃতীয় রাতে পাহারা আরো জোরদার করলাম। দেখলাম সে আবার এসে মুঠি ভরে খাদ্য নেওয়া শুরু করেছে। আমি তাকে ধরে ফেলে বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কাছে নিয়ে যাবই। এটা তৃতীয়বারের শেষবার। তুমি ওয়াদা করেছিলে যে, তুমি আসবে না। অথচ আবার এসেছ। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে কতগুলো বাক্য শিখিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার উপকার সাধন করবেন। তা হল বিছানায় শয়নকালে আপনি আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার জন্য একজন রক্ষক থাকবেন। সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। আমি এর বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। কেননা ছাহাবাগণ সর্বদা ভাল কাজের প্রত্যাশী ছিলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমার বন্দী (গত রাতে) কী করল? আমি বললাম, সে আমাকে কতগুলি কালিমা শিক্ষা দিয়েছে যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে কল্যাণ করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদিও সে চরম মিথ্যাবাদী তথাপিও সে এ ব্যাপারে সত্য বলেছে। গত তিন রাত ধরে যার সাথে তুমি কথা বললে, তুমি কি তাকে চেন? আমি বললাম না। তিনি বললেন, সে হল শয়তান' *(বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২২-২৩)*।

*[চলবে]*

# রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাবলী

*মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম, শিক্ষক*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

ইসলামে আল-আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান-নাহি আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশেষ কোন কাজের জন্য যেমন আদেশ দিয়েছেন তেমন অনেক কাজ করতে নিষেধও করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা আন-নাহি আনিল মুনকার তথা রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত অসৎ কাজের নিষেধাবলী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করার প্রয়াশ পাব ইনশাআল্লাহ।

**বসা সম্পর্কিত নিষেধাবলী :**

**ক. লুঙ্গি জাতীয় কাপড় পরে অসতর্ক হয়ে বসা :** অনেকেই লুঙ্গি জাতীয় কাপড় পরিধান করে অসতর্কতার সাথে এমন ভাবে হাঁটু খাড়া করে বসে যেন যে কোন মূহূর্তে লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) এমন ভাবে বসতে নিষেধ করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ 'নবী (ছাঃ) নিষেধ করেছেন শরীরের এক পাশ খোলা রেখে অন্য পাশ ঢেকে কাপড় পরতে। আর এক কাপড়ে পুরুষকে এমনভাবে ঢেকে বসতে, যাতে তার লজ্জাস্থানের উপর ঐ কাপড়ের কোন অংশ না থাকে' *(বুখারী হা/৫৮২২)*।

**খ. কাউকে উঠিয়ে দিয়ে বসা :** অনেকে নিজের বড়ত্ব দেখাতে গিয়ে মজলিসে ঢুকে অথবা ছালাতের কাতারে প্রবেশ করে কাউকে উঠিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় নিজে বসে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يُجْلَسَ مَكَانَهُ 'নবী (ছাঃ) কোন লোককে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে অন্য লোক বসতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি বললেন, তোমরা বসার জায়গা প্রশস্ত করে দাও এবং ব্যবস্থা করে দাও। ইবনু উমর (রাঃ) কেউ তার জায়গা থেকে উঠে যাক এবং তার স্থানে অন্য কেউ বসুক তা পসন্দ করতেন না। *(বুখারী হা/৬২৭০)*। ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 'একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলে অপর এক ব্যক্তি তাকে জায়গা দেয়ার জন্য দাঁড়ায়। তখন

সে ব্যক্তি সেখানে বসতে গেলে নবী (ছাঃ) তাকে সেখানে বসতে নিষেধ করেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৮২৮)*।

**গ. রেশম জাতীয় কাপড় পরে বসা :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বর্ণ, রৌপ্য, পাতলা ও মোটা রেশম তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের জন্য) দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখিরাতে' *(মুসলিম হা/৩৮৪৯; বুখারী হা/৫৩৮৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোনা ও রেশম উম্মতের মহিলাদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন' *(নাসাঈ হা/৫১৪৮)*। এমনকি মায়াসির নামক রেশম কাপড়ে বসতেও রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, نَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ قَالَ فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَىْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُوَانِ 'নবী (ছাঃ) আমাকে 'কাসসী' কাপড় পড়তে নিষেধ করেছেন এবং 'মায়াসির'-এর উপর বসতে নিষেধ করেছেন। কাসসী হল ডোরাদার কাপড় যা মিসর ও সিরিয়া থেকে আমদানী করা হত, তাতে এমন এমন চিত্রও থাকত। আর মায়াসির হল সে (নরম রেশমজাত) কাপড় যা মহিলারা তাদের স্বামীদের জন্য হাওদায় বিছিয়ে দেয়, বিছানার লাল (ছাপা) চাদরের মত' *(মুসলিম হা/২০৭৮)*।

**ঘ. ছালাতে শয়তানের মত বসা :** রাসূল (ছাঃ) ছালাতে শয়তানের মত বসতে নিষেধ করেছেন। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ " التَّحِيَّاتُ " وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক দুই রাকা'আত ছালাত আদায়ের পর তাশাহুদ পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি যখন বসতেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি শয়তানের মত উপবেশন করা তথা উভয় গোড়ালীর উপর পাছা রেখে বসতে নিষেধ করতেন এবং চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় (অর্থাৎ দুই হাত মাটির সাথে বিছিয়ে দিয়ে) সিজদা করতে নিষেধ করতেন' *(মুসলিম হা/৪৯৮; আবুদাঊদ হা/৭৮৩)*।

**ঙ. হিংস্র জন্তুর চামড়ার উপর বসা :** হিংস্র জন্তুর চামড়া পরিধান করা এবং তার উপর বসা নিষেধ। যেমন মু'আবিয়া (রাঃ) মিকদাম (রাঃ) কে বলেন, هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ 'আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিংস্র জন্তুর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ' *(আবুদাঊদ হা/৪১৩১)*।

**চ. জানাযা নামানোর পূর্বে বসা :** নবী (ছাঃ) জানাযা নামিয়ে রাখার পূর্বে বসতে নিষেধ করেছেন। সা'ঈদ মাকবুরী (রহ.)-এর পিতা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা একটি জানাযায় শরীক হলাম। (সেখানে) আবু হুরায়রা (রাঃ) মারওয়ানের হাত ধরলেন এবং তাঁরা জানাযা নামিয়ে রাখার পূর্বেই বসে পড়লেন। তখন আবু সা'ঈদ (রাঃ) এগিয়ে এসে মারওয়ানের হাত ধরে বললেন, দাঁড়িয়ে পড়ুন! আল্লাহ্‌র কসম! ইনি [আবূ হুরায়রা (রাঃ)] তো জানেন যে, নবী (ছাঃ) ঐ কাজ করতে (জানাযা নামিয়ে রাখার পূর্বে বসতে) নিষেধ করেছেন। তখন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন' *(বুখারী হা/১৩০৯)*।

**ছ. কবরের উপর বসা :** কবরের উপরে বসা নেহায়েত আদবের খেলাপ বটে । রাসূল (ছাঃ) কৌশলে ভাষা প্রয়োগ করে কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত তিনি বলেন, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি আগুনের ফুলকির উপর বসে এবং তাতে তার পরিধেয় বস্ত্র পুড়ে ঐ আগুন তার শরীরের চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায় এটা তার জন্য কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম' *(আবুদাউদ হা/৩২২৮)*।

**জ. রাস্তার উপর বসা :** পথের উপর বসা নিষেধ যদি উপযুক্ত ভাবে রাস্তার হক্ব আদায় না করা হয়। যেমন আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالَ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ 'তোমরা রাস্তার উপর বসা হতে বিরত থাকো। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, আমরা তথায় বসে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা তথায় বসতে বাধ্যই হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবীগণ (পুনঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, চক্ষু বন্ধ রাখা, কাউকে কষ্ট না দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা' *(বুখারী হা/৫৭৬১)*।

*[চলবে]*

# শিশুর আল-কুরআন শিক্ষা

*আসাদুল্লাহ আল-গালিব, এম.এ*
*দাওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ*
*ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

## ভূমিকা :

শিশুর মন কোমলতায় পরিপূর্ণ। এই স্বচ্ছ কোমল হৃদয় প্রথমেই যদি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সাহচর্য লাভ করে তাহলে তা উজ্জ্বল ভবিষৎ গড়তে পরশ পাথরের ন্যায় কাজ করবে। শিশুর কুরআনী জীবন গড়তে নানাবিধ পদক্ষেপ রয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো সঠিক সময়ে গ্রহণ করলে তার মধ্যে কুরআনী মহব্বত তৈরী হবে। এতে কুরআন হিফয বা মুখস্থ করা তার জন্য সহজতর হবে। শিশুর দৈনন্দিন জীবনে গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

## সন্তান গর্ভে আসলে তেলাওয়াত :

সন্তান গর্ভে আসলে কুরআন তেলাওয়াত করুন। কেননা এতে মায়ের চামড়া ও অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে বিনম্র হবে। মহান আল্লাহ্‌র বলেন, 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন। যা পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের দেহচর্ম ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহ্‌র স্মরণে বিনীত হয়' *(যুমার ৩৯/২৩)*। সুতরাং এতে মায়ের আন্তরিক প্রশান্তি লাভ হবে। যার কারণ সন্তানও ভাল থাকবে ইনশাআল্লাহ।

## দুগ্ধপায়ী শিশুকে কুরআন শোনানো :

যখন শিশু মাতৃগর্ভ থেকে দুনিয়ায় এসে দুগ্ধপান শুরু করবে তখন থেকে সকাল-সন্ধ্যা তাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতে হবে। এতে তার অবচেতন হৃদয়ে কুরআনের ধ্বনি রেখাপাত শুরু করবে। আস্তে আস্তে সে আদো আদোভাবে কুরআনের বাক্যগুলো আওড়াতে থাকবে। আর যখন সে সূরা ইখলাছ, নাস, ফালাক্ব ইত্যাদি ছোট ছোট সূরাগুলো শুনে শুনে পড়তে থাকবে তখন আপনার অন্তর জুড়িয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ!

## সাম্প্রতিক একটি ঘটনা :

আজারবাইজানের তিন বছর বয়সের শিশু যাহরা পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সে দেশটির সবচেয়ে কনিষ্ঠ হাফেযা হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। ঐ শিশুর মা জানান, যাহরা গর্ভে থাকা অবস্থায় তিনি বেশী করে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এছাড়া তিনি মনোযোগ সহকারে কুরআনের তেলাওয়াত শুনতেন। তিনি আরো জানান, যাহরার জন্মের পর তাকে ঘুম পাড়াতে কুরআনের ছোট ছোট সূরাগুলো তেলাওয়াত করতেন। তার মেয়ের বয়স যখন ১ বছর তখন থেকেই

সে তেলাওয়াত করা ছোট ছোট সূরাগুলো মায়ের সঙ্গে তেলাওয়াতের চেষ্টা করত। মেয়ের এমন আগ্রহ দেখে কুরআন তেলাওয়াত বাড়িয়ে দেন তিনি। এভাবেই ৩ বছর বয়সে মায়ের কাছ থেকে শুনে শুনে জাহরা পবিত্র কুরআনের ৩৭টি সূরা মুখস্থ করে ফেলেছে *(মাসিক আত-তাহরীক ২২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন' ১৯)*।

**শিশু কথা বলা শিখলে :**

যখন কোন শিশু কথা বলতে শুরু করে তখন মা-বাবা তার সন্তানকে সাথে নিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও পড়তে বসুন। কেননা প্রত্যেক মানব শিশুই জন্মগতভাবে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ থাকে। ফলে শিশুর স্বভাব সুলভ প্রবৃত্তি কুরআন পাঠে তার অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসা তৈরী করবে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক সন্তান ফিৎরাতের (ইসলামী স্বভাব) উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০)*।

ইমাম বুখারী (রহঃ) শিক্ষা শুরু করেন নিজ মায়ের নিকটে। তারপর তিনি বুখারার একটি শিক্ষালয়ে ভর্তি হন। এ সময় তার বয়স ছিল পাঁচ বছর। তিনি বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি কুরআনুল কারীম মুখস্থ করেন *(শরহুল বুখারী ১/১১পৃ.)*।

**শিশু পড়তে শিখলে :**

একটি শিশু যখন পড়তে শিখে তখন তার হাতে কুরআনের একটি মাছহাফ তুলে দিন। খেলনা সামগ্রী যেমন তার প্রিয় হয়ে ওঠে কুরআন পাঠ তেমনিভাবে প্রিয়তর হয়। অর্থ্যাৎ খেলনা দিয়ে শিশুকে ব্যস্ত না রেখে ঠিক এর বিকল্প হিসাবে শিশুকে কুরআন পঠন-পাঠনের মাধ্যমে তাদের সান্ত্বনা দিতে পারেন।

**উপহার দিন :**

কুরাআনের কিছু আয়াত বা ছোট ছোট সূরাগুলো শিশুকে মুখস্থ করতে নির্দিষ্ট করে একটি সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য। আর এর মধ্যে মুখস্থ হলে তাদের একটি সাধারণ উপহার দিন। এতে সে অনুপ্রাণিত হবে। আর আস্তে আস্তে জ্ঞানার্জনের প্রতি তার উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

**তেলাওয়াত শুনান :**

শিশুকে ক্যাসেট, সিডি-ডিভিডি, মোবাইল ইত্যাদির মাধ্যমে অডিও-ভিডিও বিভিন্ন ধরনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শুনান। আর তাকে অনুরূপভাবে পড়া বা তার চাইতেও ভালো করে কুরআন মুখস্থ করার প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করুন। এতে আপনার সন্তানের উচ্চারণ ছহীহ ও কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর হবে। সাবধান! কখনই শিশুকে গান-বাজনা, কার্টুন, নাটক, সিনেমা দেখতে দিবেন না যাতে তারা এতে আসক্ত হয়ে যায়।

**শিশুর তেলাওয়াত রেকর্ড করুন :**

আপনার শিশু যখন কুরআন পড়তে শিখবে বা কোন অংশ মুখস্থ করবে তখন তার রেকর্ড করুন ও পরবর্তীতে তাকে শুনান। অতঃপর সে পড়তে গিয়ে কোন অংশ ভুলে গেছে বা কোন শব্দের ভুল উচ্চারণ করেছে কিংবা হরকতের পরিবর্তন তথা যবারের জায়গায় যের বা পেশের জায়গায় যবার/যের ইত্যাদি ভুল পড়েছে তার সেই ভুলগুলো ধরিয়ে দিন। এতেও তার তেলাওয়াত বিশুদ্ধ হবে। সাথে সাথে নির্ভুলভাবে পড়া ও মুখস্থ করার প্রবণতা তৈরী হবে।

**পরস্পর কুরআন তেলাওয়াত শুনান :**

মা-বাবা বাড়ীতে তার সন্তানের সাথে নিজে কুরআনের তেলাওয়াত শুনাবেন এবং সন্তানের নিকট থেকে শুনবেন। এভাবে বাড়ীতে প্রতিনিয়ত কুরআনের আসর আয়োজন করবেন। এতে আপনার ঈমান বৃদ্ধি পাবে *(তাওবাহ ৯/১২৪; আনফাল ৮/২)*। আর প্রতিটি হরফ পাঠের জন্য নেকী অর্জন করবেন *(তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭)*। সাথে সাথে একটি আদর্শ সন্তান পেতে তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিপালনে সহায়ক ভূমিকা পালন হবে।

**আচার-অনুষ্ঠানে শিশুর তেলাওয়াত :**

আপনি যখন কোন আত্মীয়ের বাসায় যাবেন কিংবা কোন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে সন্তানকে নিয়ে যাবেন; তখন তার জন্য কুরআন তেলাওয়াতের সুযোগ সৃষ্টি করবেন। কখনও ছালাত শেষে উপস্থিত মুছল্লীদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিবেন। ফলে যখন শ্রোতামণ্ডলী তাকে মারহাবা জানাবে তখন তার কুরআনের প্রতি উদ্দীপনা ও স্পৃহা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

**কুরআন শিক্ষার ফযীলত বর্ণনা করা :**

আপনার সন্তানকে কুরআন শিক্ষার ফযীলত বর্ণনা করুন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী হা/৫০২৭)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও তার হাফেয হয় (এবং সে অনুযায়ী আমল করে) সে (ক্বিয়ামতের দিন) সম্মানিত ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে' *(বুখারী হা/৪৯৩৭)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের হাফেযকে বলা হবে, তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক' *(তিরমিযী হা/২৯১৪)*।

এভাবে আরো ফযীলত মণ্ডিত বাণীগুলো ও কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতসমূহের ফযীলত বর্ণনা করলে তার কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি হবে ও গভীর মনোযোগ সৃষ্টি হবে।

**অর্থ ও শানে নুযূল জানা :**

আমাদের মাতৃভাষা আরবী না হওয়ার দরুন শুধু কুরআন পাঠ করে এর মর্মার্থ

বুঝা সম্ভব নয়। সেজন্য কুরআন পাঠের সাথে সাথে এর অর্থ জানা আবশ্যক। একইভাবে সকল সূরা ও বিভিন্ন আয়াতের শানে নুযূল তথা কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট জানা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ আম্মা পারা সংক্ষিপ্ত তাফসীর প্রথমত পড়া যেতে পারে।

**উপসংহার :**

কুরআন মাজীদ আল্লাহ্র কিতাব। কুরআনের শিক্ষক ও ছাত্র পৃথিবীতে উত্তম ব্যক্তি। পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম মর্যাদা। সন্তান কুরআন শিখলে তাতে তার নিজের ও পিতা-মাতার মর্যাদা আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন। তাই প্রতিটি শিশু যেন কুরআন শিখে সে ব্যাপারে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সচেতন হওয়া উচিত।

'ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের হাফেয-এর পিতা-মাতাকে সর্বোত্তম দু'জোড়া পোশাক পরানো হবে। যা তারা দুনিয়াতে পায়নি। তখন তারা বলবে এটা কী? আমরা তো এর যোগ্য কোন সৎকর্ম করিনি? আল্লাহ বলবেন, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষাদানের কারণে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮২৯)*।

# হাদীছের গল্প

## দ্বীনের দাওয়াতে ছবর অবলম্বন

**নাজমুন্নাহার**
**রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।**

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবী (ছাঃ) কে বললেন, 'আপনার উপর কি ওহোদের দিনের চেয়েও কঠিন দিন এসেছে? তিনি বললেন, 'আমি তোমার কওম থেকে বহু কষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশী কষ্ট আক্বাবার (তায়েফের) দিন পেয়েছি, যেদিন আমি নিজেকে ইবনু আব্দে ইয়ালীল ইবনু আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার) এর উপর (ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর আমি 'ক্বারনুস সা'আবিল' (বর্তমানে সাইল কাবীর) নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একখণ্ড মেঘ আমার উপর ছায়া করে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম যে তাতে জিব্রীল (আঃ) রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বলেন, 'আপনার কওম আপনাকে যে কথা বলেছে এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর তিনি আপনার নিকট পর্বতমালার ফেরেশতা

পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাকে তাদের (ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে আদেশ দেন'। অতঃপর পর্বতমালার ফেরেশতা আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি হচ্ছি পর্বতমালার ফেরেশতা। আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আমাকে তার ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেন। সুতরাং আপনি কি চান? আপনি চাইলে আমি আখশাবাইন (মক্কার আবু কুবায়েস ও কু'আইকা'আন) পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দিব'। এ কথা শুনে নবী (ছাঃ) বললেন, 'এমন কাজ করবেন না বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহ্র উপাসনা করবে এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না' *(বুখারী হা/৩২৩১; মুসলিম হা/১৭৯৫)*।

**শিক্ষা :**

১. *বিপদে ধৈর্যধারণ করা ও বাস্তবতার মুকাবিলা করা দাওয়াত দাতার কর্তব্য।*

২. *কঠিন বিপদে একমাত্র মহান আল্লাহ্র সাহায্য চাইতে হবে।*

৩. *দাওয়াত দাতাকে প্রতিশোধ পরায়ন স্বভাব হতে মুক্ত হয়ে একমাত্র খালেছ অন্তরে দাওয়াত দিতে হবে।*

# এসো দো'আ শিখি

*সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।*

**কোন কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য আল্লাহ্র রহমত প্রার্থনা করে দো'আ :**

رَبَّنَاآتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّـئْ لَنَـا مِـنْ أَمْرِنَا رَشَدًا-

**উচ্চারণ :** *রাব্বানা আ-তিনা মিল্লাদুন্কা রাহমাতাওঁ ওয়া হাইয়্যিই লানা মিন আমরিনা রাশাদা।*

**অর্থ :** 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আপনার নিকট থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করার তাওফীক্ব দান করুন' *(কাহ্ফ ১০)*।

**উৎস :** উক্ত আবেদনগুলো আছহাফে কাহফের। গুহাবাসীগণ যখন বাদশার অত্যাচারে সমাজ ছেড়ে গুহায় আশ্রয় নিচ্ছিলেন তখন যেন তারা আল্লাহ্র হুকুম সঠিকভাবে পালন করতে পারেন সেকারণ উক্ত দো'আ করেছিলেন *(ইবনু কাছীর, কাহফ ১০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)*। কোন কাজ আরম্ভ করার প্রথমে উক্ত দো'আ করা যায়।

**জিহ্বার জড়তা দূর করার দো'আ** *(মূসা আঃ-এর দো'আ)* **:**

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ- وَيَسِّرْلِيْ أَمْـرِيْ- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ- يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ-

**উচ্চারণ :** *রাব্বিশ্রাহ্লী ছাদরী ওয়া ইয়াস্সিরলী আম্রী ওয়াহ্লুল্ 'উক্বদাতাম্ মিল্লিসা-নী, ইয়াফ্ক্বাহূ ক্বাওলী।*

**অর্থ :** 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বা-হা ২৫-২৮)*।

**উৎস :** মূসা (আঃ) ফেরাউনকে দাওয়াত দিতে যাওয়ার সময় উক্ত দো'আ পাঠ করেছিলেন।

**রোগ মুক্তির দো'আ**

*(আইউব আঃ-এর দো'আ) :*

رَبِّ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّ- وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ-

***উচ্চারণ :*** *রাব্বি আন্নী মাস্সানিইয়ায্ যুর্রু ওয়া আন্তা আরহামুর রা-হিমীন।*

**অর্থ :** 'হে আমার প্রভু! আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(আম্বিয়া ৮৩)*।

**উৎস :** আইউব (আঃ) দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততি সবাই দূরে সরে যায়। অসুস্থতার পূর্বে তাঁকে আল্লাহ অগাধ ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি, দালান-কোঠা, যানবাহন, চাকর-নকর সবই দান করেছিলেন। অসুস্থ হওয়ার পর সবকিছুই তার শেষ হয়ে যায়। এই অসহায় অবস্থায় তিনি উক্ত দো'আ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে পূর্বের ন্যায় সব কিছুই ফিরিয়ে দেন *(মা'আরেফুল কোরআন, ইবনে কাসীর)*।

**বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দো'আ**

*(ইউনুস আঃ-এর দো'আ) :*

لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

***উচ্চারণ :*** *লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা সুবহা-নাকা, ইন্নী কুন্তু মিনায্ যা-লিমীন।*

**অর্থ :** '(হে আল্লাহ) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ মহাপবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি' *(আম্বিয়া ৮৭)*।

**বিশ্লেষণ :** তাফসীরে ইবনে কাছীরে উদ্ধৃত হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইউনুস (আঃ)-কে মুসেলের নিনওয়াবাসীদের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে দীর্ঘদিন ঈমান ও সৎকর্মের জন্য দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়াই অন্যত্র চলে যান। আল্লাহ তার এই কাজ অপসন্দ করেন। ফলে আল্লাহ্র অসন্তোষে তাকে সমুদ্রে মাছের পেটে থাকতে হয়। পানির নীচে মাছের অন্ধকার পেটে এই বিপদে পড়ে ইউনুস (আঃ) উক্ত দো'আ পাঠ করেছিলেন এবং মুক্তিও পেয়েছিলেন। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি বিপদে পড়ে এই দো'আ পাঠ করেন আল্লাহ তা কবুল করবেন।

**ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকার দো'আ :**

رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ- وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنَ-

***উচ্চারণ :*** *রাব্বি আ'উযুবিকা মিন্ হামাঝা-তিশ্ শাইয়া-ত্বীন। ওয়া আ'উযুবিকা রাব্বি আইঁ ইয়াহ্যুরূন।*

**অর্থ :** 'হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রভু! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(মুমিনূন ৯৭-৯৮)*।

**আমল :** আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য উক্ত আয়াতের মাধ্যমে দো'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় মানুষের কাছে আসে এবং সব সময় অন্তরকে পাপ কাজে প্ররোচনা দিতে থাকে। ঐ প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য এই দো'আটি শিখানো হয়েছে।

পিতা-মাতার জন্য দো'আ :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنِىْ صَغِيْرًا-

**উচ্চারণ :** রাব্বির হাম্‌হুমা কামা রাব্বাইয়া-নী ছাগীরা।

অর্থ: 'হে আমার প্রভু! তাদের (পিতা-মাতা) উভয়ের প্রতি তুমি রহম কর যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(বানী ইসরাঈল ২৪)*।

পিতা-মাতার ষোলআনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী দেখার সাথে সাথে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করবে।

**(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম** প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২২-২৪)।

## গল্পে জাগে প্রতিভা

### আল্লাহ্‌র উপর ভরসা

*নাঈমুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী*
*আল-মারকারযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

বনের ধারে বাস করত এক কাঠুরে। সে স্ত্রী ও দু'সন্তানকে নিয়ে বনের কাঠ কেটে কোনমতে সংসার চালাত। তাদের মধ্যে ছিল অত্যন্ত আল্লাহভীতি। তারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করত। কখনো অন্যায় কোন কাজে পা বাড়াত না। কিন্তু অভাবী এ পরিবারে বেজে উঠল বিপদের ঘনঘটা। হঠাৎ এক রাস্তা দুর্ঘটনায় অতীব আদরের স্ত্রী দুনিয়ার মায়া ত্যাগকরে পরপারে পাড়ি জমাল। সোনামণিদের লালন-পালনের দিক চিন্তা করে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য দ্বিতীয় স্ত্রী আদর্শ ছিলনা। সে ছিল খুবই লোভী ও অহংকারী ।

সে কখনো সন্তানদের ভালবাসতো না। আদর সোহাগ করত না। বরং বিরক্ত মনে করত। কারণ সে মনে করত এ পরিবারে তারা থাকলে অভাব লেগেই থাকবে।

কাঠুরের জীবন ছিল অত্যন্ত সংগ্রামী। তিনি শূন্য হাতে শুধু কাঠ বিক্রয় করে সংসারের ব্যয়ভার বহন করেন। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র হতাশ হননা।

একদিন অনেকগুলো কাঠ জমা হল। বিক্রয়ের জন্য নিয়ে গেলেন শহরে।

শহরের পথ ছিল বেশ দূর। ফিরতে কয়েকদিন লেগে যাবে। এদিকে স্ত্রী সুযোগ পেলেন সন্তানদের পরিবার থেকে চিরতরে বিদায় করে দেওয়ার। স্বামী চলে গেলেন শহরে কাঠ বিক্রয়ের কাজে। এদিকে স্ত্রী অবুঝ সন্তানদের ঘুরতে যাওয়ার ছল করে নিয়ে গেল গভীর জঙ্গলে। যেখানে কোন মানুষ নেই। আছে শুধু হিংস্র প্রাণী। সে সন্তানদের সেখানে রেখে বলল, তোমরা এখানে থাক আমি তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। এ বলে সে বাড়ী পালিয়ে আসল। অবুঝ সন্তানেরা মায়ে খাবার আনার দিকে চেয়ে থাকল। কিন্তু কোথায় সে মা! কোথায় সে খাবার! মেয়েটি কান্না শুরু করল। ছেলেটি ছোট্ট বোনকে শান্ত্বনা দিয়ে বলল, কেঁদনা এইতো মা চলে আসবে। কিন্তু হায়! দিন শেষ হয়ে রাত গভীর হয়ে গেল। মা আর ফিরে আসল না। ছেলেটি বোনকে বলল, আমরা এই কঠিন বিপদে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি। তিনিই আমাদের হেফাযত করবেন। যেভাবে তিনি ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে তাঁর উপর ভরসা করার জন্য হেফাযত করেছিলেন। শুধু তাই নয় তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ জমজমের পবিত্র পানি দিয়েছিলেন। যা পান করে তারা পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। মেয়েটি শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল হল। ছেলেটির স্মরণ হল পাথরের কথা। যখন সে বাড়ী থেকে বের হয়েছিল তখন কিছু নুড়ি পাথর রাস্তায় ফেলতে ফেলতে এসেছিল। সে পাথর দেখে পথ চলা শুরু করল। এদিকে তাদের পিতা কাঠ বিক্রয় করে শহর থেকে ফিরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল সন্তানদের কথা। সে উত্তর দিল আমি তোমার ছেলে-মেয়েকে আনন্দ দেওয়ার জন্য ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদেরকে কিছু খেতে দিব বলে খাবারের খোঁজে বের হয়েছিলাম। কিন্তু এসে দেখি তারা নেই। অনেক খুঁজেছি তবুও তাদের সন্ধান পাইনি। স্বামী স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করল না। সে বলল, না তুমি মিথ্যা বলছ। এ বলে সন্তানদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। অনেক জায়গায় খুঁজলেন। কিন্তু কোথাও সন্ধান পেলেন না। এদিকে সন্তানেরা ক্ষুধায় আর পথ চলতে পারছেনা। অন্যদিকে বাবা সন্তানদের খোঁজে দিন পার করে রাতের গভীরে পড়লেন। হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তায় টিপটিপ করে জ্বলা বাতির নিচে একটি পাথর। তিনি ভাবলেন এ পাথর আমার বাড়ীর মতই মনে হচ্ছে। সামনের দিকে একটু করে আগাতে থাকলেন। যতই আগাচ্ছেন ততই পাথরের দেখা মিলছে। ওদিকে ক্ষুধার্থ ছেলে-মেয়েরাও একই পথে এগিয়ে আসছে। অবশেষ নিষ্ঠুর সৎ মায়ের রেখে যাওয়া সন্তানদের এভাবেই দেখা মিলল। আনন্দে বাবা কেঁদে ফেললেন। আর সন্তানেরা বাবাকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। বাবা সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা

Contents



কিভাবে হারিয়েছিলে। মেয়েটি বলল, আমরা হারায়নি। আমাদেরকে আম্মু গভীর জঙ্গলে রেখে চলে এসেছিল। তোমরা কিভাবে পথ খুঁজে পেলে? ছেলে উত্তর দিল, আল্লাহই আমাদের রক্ষা করেছেন। কারণ আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছিলাম। আর রাস্তায় ফেলে যাওয়া পাথর দেখে আসছিলাম।

বাবা তার দু'সন্তানকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। এদিকে সৎ মা সন্তানদের ফিরে পাওয়ায় নিজের ভুল বুঝতে পারল। আর তাদেরকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইল এবং প্রতিজ্ঞা করল, আমি আর কখনো তোমাদের সাথে অন্যায় আচরণ করব না।

**শিক্ষা :**

১. *সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে।*

২. *যে কোন বিপদে দিশেহারা না হয়ে বিপদ উত্তরণের যথা সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ একটা পথ বের করবেন ইনশাআল্লাহ।*

'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হলে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে' *(আবুদাঊদ হা/৮৬৪; মিশকাত হা/১৩৩০)*।

## কম্পিউটারে আসক্তির ফল

**আতিয়া, দাওরা ১ম বর্ষ**
**আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।**

আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান দুই ভাই। পিতা-মাতা মিলে পরিবারে চারজন সদস্য। দুই ভাই আদবে ও আখলাকে অনেক ভাল। উভয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। ক্লাসে দু'ভায়ের মেধাস্থান যথাক্রমে ১ম ও ২য়। মাদরাসার সকল শিক্ষক এবং ছাত্ররা তাদেরকে অনেক ভালবাসে। কিছুদিন যাবৎ আব্দুর রহমানের আচরণে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইদানিং সে ছালাত, পড়াশোনা ও মাদরাসায় যাওয়া বাদ দিয়ে কম্পিউটারে গেম খেলছে। আব্দুল্লাহ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সে তার কোন কথাই শুনতে চায় না। অবশেষে আব্দুল্লাহ তার পিতা-মাতাকে বিষয়টি জানায়। তারা তাকে বললেন, তোমার ভালোর জন্যই আমরা তোমাকে বলছি, তুমি কম্পিউটারে গেম খেলা কমিয়ে দাও। সময় মত সব কাজ করে তুমি আব্দুল্লাহর মত হও। আমাদের কথা শোন তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল হবে এবং মহান আল্লাহ তোমার উপর খুশি হবেন। তখন সে বলল, ঠিক আছে, আর খেলবনা। কিন্তু আবারও দেখা গেল সে সারাক্ষণ কম্পিউটারে গেম খেলে। এভাবে জে.ডি.সি পরীক্ষা নিকটবর্তী হয়ে গেল। এদিকে আব্দুল্লাহ পড়াশোনা নিয়ে অনেক

ব্যস্ত। অন্যদিকে আব্দুর রহমানের পরীক্ষা নিয়ে কোন টেনশনই নেই। দুই ভাই এক সাথে পরীক্ষা দিল। এক মাস পর...আজ ফলাফল বের হবে। আব্দুল্লাহ এ প্লাস পেয়েছে আর আব্দুর রহমান ফেল করেছে। আব্দুর রহমান তার ফলাফল শুনে বুঝতে পারলো যে, তার অন্যায় কর্মের ফলে এরূপ শাস্তি হয়েছে তার। সে তার পিতা-মাতার কাছে ক্ষমা চেয়ে পরবর্তীতে এমন কাজ না করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল। পরের বছর সে কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করল এবং পিতা-মাতার কথা মতো চলল। ফলে জি.ডি.সি পরীক্ষা দিল এবং তার চেষ্টার ফল পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর নিকট দো'আ করল।

ফল প্রকাশিত হল। আব্দুর রহমান গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে। ফলাফল শুনে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। এখন তার আব্বু আম্মু তার কাজে অনেক আনন্দিত।

**শিক্ষা :**

১. *কম্পিউটারে গেম খেলে সময় নষ্ট করা যাবে না।*

২. *কোন কাজে প্রথমে ব্যর্থ হলে পুনরায় নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ।*

৩. *পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য নিয়মিত অধ্যয়ন আবশ্যক।*

# ক বি তা গু চ্ছ

## সোনামণি সংগঠন

*আব্দুল হাসীব, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

গড়ছি আমি গড়ছি জীবন
হে শিশু-কিশোর সোনামণি সংগঠন
তোমার ছায়াতলে তোমার বিশালয়ে
আমি থাকতে চাহি সারাক্ষণ
হে শিশু-কিশোর সংঠগন।

৯৪-এর ২৩ শে সেপ্টেম্বর তুমি
হঠাৎ দিলে দেখা
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়া
তোমার মূলমন্ত্রে লেখা।

তোমার লক্ষ্যে আমারই লক্ষ্য
তোমার নীতিতে আমি অটল
করেছি আমি বরণ
হে শিশু-কিশোর সংগঠন।

তোমাতে যেন আমি খুঁজে পাই
বিশুদ্ধ আক্বীদার সুরোভিত ঘ্রাণ
তোমার মাঝে পেয়েছি আমি
মিথ্যাকে চুরমার করা সত্যের সন্ধান।

আদর্শ শিশু-কিশোর গঠনে তোমার
নেইতো কোন তুলনা
তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমিই সেরা
তোমায় মোরা ভুলবনা।

স্মরিব মোরা তোমায় ক্ষণে ক্ষণে
তুমিইতো জাতির প্রাণ
তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে
এ ভুবনে চির অম্লান।

# শিশুর ইচ্ছা

*আব্দুল মালেক*
*গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*

গাড়ি রাস্তায় চলে
জাহাজ চলে জলে
পাখি ওড়ে গগনতলে
পলকে ফেরেশতা চলে।
বিশাল বিমান মানুষ নিয়ে
দেশ বিদেশে ঘুরে
জঙ্গী বিমান বায়ু ভেদ করে
আকাশ দিয়ে ওড়ে।
মনের ইচ্ছা ঘুরে বেড়াই
ফুল পরীদের দেশে
আমায় পেয়ে করবে সবাই
আদর হেসে হেসে।
মা-বাবা, দাদা-দাদী
নানা-নানী, ভাই-বোনে
চাচা খালা, মামা-মামী
সোহাগ করে মনে প্রাণে।
বন্ধু শিক্ষক সহপাঠী
পড়শি পথিক জনে
তাদেরও ভালবাসব
হাসি খুশি মনে।
যমীন আসমানের মালিক আল্লাহ
অগণিত সৃষ্টি যাঁর
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্
সৃষ্টির মাঝে প্রাণ তাঁর।
কতই দিলেন আপনজন
সবার স্রষ্টা আল্লাহ
সরল পথের জন্য কুরআন
প্রিয় নবীর সুন্নাহ্।

# একটি শিশু

*শফীকুল ইসলাম*
*কনইল, সদর, নওগাঁ।*

একটি শিশু একটি পুষ্প
ছড়ুক তারি ঘ্রাণ,
একটি শিশু একটি জীবন
একটি মন-প্রাণ।

একটি শিশু দেশের রত্ন
মানুষ যদি হয়,
একটি শিশু নষ্ট হবে
দেশের স্বপ্ন নয়।

একটি শিশু পড়া-লেখায়
বাড়বে মনোবল
একটি শিশু পথে কেন
ঝরবে আঁখি জল।

একটি শিশু পথকলি
টোকাই কেন ভাই,
একটি শিশু পরিবারে
তুচ্ছ যখন তাই।

একটি শিশু আগামী দিন
দীপ্ত অঙ্গীকার,
একটি শিশু সেতো মায়ের
স্নেহের কর্ণধার।

**সোনামণি করব**
**জীবনটাকে গড়ব**

Contents



## জীবনের স্বপ্ন

**ফিরোজা খাতুন, ৮ম শ্রেণী**
**আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী**
**(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।**

হতে চাই আমি
ফুটন্ত গোলাপ ফুল,
দূর করতে মানুষের মাঝের
যত সব ভুল।
ফুল যেমন সুবাস ছড়ায়
সকলের মাঝে,
আমিও তেমন জ্ঞান ছড়াব
সকাল-বিকাল-সাঁঝে।
গোলাপকে তো সকলেই
বাসে অনেক ভাল,
শিক্ষা নামক প্রদীপ থেকে
জ্বালব আমি আলো।

## মুসলিম সমাজ

**মাহমূদা সুলতানা, দাওরা শেষ বর্ষ**
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

ওরে অবুঝ মুসলিম সমাজ
দুর্নীতির কবল থেকে মোদের
দাও গো মুক্তি।
বিবেকের কাছে প্রশ্ন করো এটাই হবে
ন্যায় সংগত যুক্তি।
ধর্মের নামে জালিয়াতি কভু
করো নাকো বিস্তার,
দূর করো যত মিথ্যা ধর্ম আর
অন্ধ কুসংস্কার।
মুছে ফেল যত অন্যায় আর
জাহেলী কারবার।
মিথ্যাকে দূরীভূত করে
করো সত্যের সঞ্চার,
স্বাধীনতার নামে যারা
নিরীহ মানুষের সাথে
করে অবিচার।
সে সব অত্যাচার রুখে
ফিরিয়ে দাও তাদের সমধিকার।
বাতিলকে পিছনে ফেলে
হও সামনে অগ্রসর।

## উপকার

**আব্দুল মালেক**
**গোদাগাড়ী, রাজশাহী।**

ফলবান বৃক্ষ ফল নাহি খাই,
স্বর্ণ অলঙ্কার হয়ে সুন্দর দেখায়।
দুগ্ধ দেয় গাভি করেনাকে পান,
কাষ্ঠ ইন্ধন হয়ে করে অন্ন দান।
কোকিল শুনায় মন মাতানো গান,
নদী হয়ে নিজে, করে না জল পান
হাঁস মুরগি ডিম দেয় নিজে নাহি খায়,
তালা জাবি হয়ে তারা পরের মাল পাহারা দেয়।
যানবাহন চড়েনা নিজে তার বক্ষে,
বিরাট প্রাসাদ করেনা আরাম নিজ কক্ষে।
ইটগুলো সারি সারি হয়ে হয় পাকা বাড়ী,
অগণিত সিমেন্ট বালি ঢুকে তাড়াতাড়ি
কাঁচা ইট পুড়ে পুড়ে ইট পাকা হয়,
ইট আরো বেশি পুড়ে পিক হয়ে রয়।
গোলাপ-চামেলি-বেশী করে ঘ্রাণ দান,
পশু-পাখি গোশত হয়ে কত দেয় প্রাণ।
অন্ধকার রাত্রে চন্দ্র দেয় আলো,
মোমবাতি প্রাণ দেয় আলো তুমি জ্বালো।

Contents



## এ ক টু খা নি হা সি

### কলার দাম

*আবুবকর ছিদ্দীক, ৪র্থ শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

বিদ্যুৎ অফিসের সামনে চায়ের দোকানে কলা ঝুলিয়ে রেখেছে বিক্রয়ের জন্য। বিদ্যুৎ অফিসের এক প্রকৌশলী চা পান করার সময় জিজ্ঞেস করল কলার দাম কত?

**দোকানদার :** কি কাজে কলা ব্যবহার করবেন তার উপর নির্ভর করে কলার দাম।

**প্রকৌশলী :** মানে কি?

**দোকানদার :** যদি গরুকে খাওয়ানোর জন্য নেন তাহলে ৫ টাকা পিচ, আর নিজে খাওয়ার জন্য নেন তবে ১০ টাকা পিচ!

**প্রকৌশলী :** আমার সাথে মজাক কর, একই কলার দাম বিভিন্ন হয়?

**দোকানদার :** একই খুঁটি হতে বিদ্যুৎ বাসায় গেলে একদর, দোকানে গেলে আরেক দর, কারখানায় গেলে আরেক দর। তাহলে আমার কলা কি দোষ করল...।

**শিক্ষা :**

১. *বস্তুর গুণ ও মান এবং ব্যবহারের উপর দাম কমবেশী হয়।*

‘সোনামণি সংগঠনে’র ‘মূলমন্ত্র’
রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শে নিজেকে গড়া।

### বোকামী

*মুহাম্মাদ জুনাইদ আহমাদ, ৪র্থ শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

মামূন ও হাসান দু’বন্ধু স্কুলে যাচ্ছে। চলতি পথে প্রবল বৃষ্টি শুরু হল।

**মামূন :** কি বন্ধু পিঠে ব্যাগ থাকতে হাতে বই কেন?

**হাসান :** বুঝতে পারছ না? ব্যাগে কাপড় আছে। যদি পড়ে গিয়ে শার্ট-প্যান্ট ভিজে যায় তাহলে স্কুলে যাব কিভাবে?

**মামূন :** কিন্তু তোমার ছাতার মাঝখান তো ফুটা।

**হাসান :** তুমি বোকা নাকী! তা নাহলে বুঝব কি করে বৃষ্টি হচ্ছে কি-না।

**শিক্ষা :**

*সবকিছু চোখে দেখে বুঝা না। অনুভূতি দিয়েও অনেক কিছু বুঝতে হয়।*

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তুমি এমন ভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর, যেন তুমি তাকে দেখছ। আর তা না পারলে এমন বিশ্বাস নিয়ে ইবাদত কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন’ (বুখারী হা/৫০; মিশকাত হা/২)।

# আমার দেশ

## ময়নামতির গৌরব

মুয়্যাম্মিল হক, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দিকে সড়কপথে চলতে গিয়ে কুমিল্লা পৌঁছার অনেক আগেই চোখ আটকে যাবে একটি পাহাড়ে। উত্তর দক্ষিণে এঁকে বেঁকে চলে গেছে পাহাড়টি। এর নাম লালমাই পাহাড়। পাহাড়টি ডানে রেখে আরেকটু এগিয়ে গেলে হাতের ডানে ময়নামতি সেনানিবাস। লালমাই পাহাড় অঞ্চল এবং ময়নামতি এলাকার অনেকটা জায়গা জুড়েই প্রাচীন বাংলার মানুষের গড়া নানা সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ময়নামতি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ন এলাকা তা ১৮০০ সালের প্রথম থেকেই একটু একটু ধারণা পাওয়া গেছে। ১৮০৩ সালের কথা, ময়নামতির কোটবাড়ি এলাকায় একটি টিলার কিছুটা মাটি সরাতেই পাওয়া গেল বেশ চওড়া গোছের তামার একটি টুকরো। তার গা জুড়ে সংস্কৃত ভাষায় লিপি খোদাই করা আছে। এগুলোকে বলে তাম্রলিপি বা তাম্র শাসন। ইংরেজীতে বলে Copper Plate। প্রাচীন কালের-রাজারা এভাবে তামার পাতে লিখে তাদের নির্দেশ জারি করতেন।

ময়নামতি এলাকায় একটি বেশ উঁচু টিলা আছে। নাম রূপবানমুড়া। এখানকার ইট তুলে নিতে গিয়ে পাওয়া গেল ৭টি পাত্র। পাত্রগুলোতে রাখা ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি ছোট ছোট অনেকগুলো বুদ্ধমূর্তি। গবেষকরা পরে পরীক্ষা করে দেখেছেন এসব মূর্তি পাল, চন্দ্র ও দেব রাজাদের সময়ে তৈরী।

এভাবে ময়নামতিতে এদিক সেদিক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যাওয়ায় ইতিহাস প্রত্নতত্ত্বের গবেষকদের মনোযোগ কাড়লো ময়নামতি লালমাই অঞ্চল। মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে এসে অনুসন্ধান চালাতে থাকলেন তারা। যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা তাঁবু ফেলেছেন ময়নামতি অঞ্চলে। শত্রুর বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে মাটিতে বড় বড় গর্ত করে তার ভেতর থেকে যুদ্ধ করতে হয়। এই গর্তগুলোকে বলে পরিখা। সৈন্যরা এখানে পরিখা কাটতে গিয়ে থমকে যায়। একি! যতই কোদাল গাইতি চালায় ততই চওড়া চওড়া ইট

বেরিয়ে আসে। আর তার সাথে পাওয়া যায় পোড়া মাটির ফলক, নকশা কাটা ইট, মাটির পাত্র আর মূর্তি।

এবার প্রত্নতত্ত্ববিদদের পুরো মনোযোগ কাড়ে ময়নামতি। নিশ্চিত হন এ অঞ্চলের মাটি গৌরবের ঐতিহ্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল লালমাই ময়নামতি অঞ্চলের বেশিরভাগ পাহাড় ও টিলার মাটির নীচে প্রাচীন স্থাপনার নিদর্শন রয়েছে। শুরু হয়ে যায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন। ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু হয় এ খনন কাজ। একে একে অবাক করা রহস্য বেরিয়ে আসতে থাকে।

প্রথম বিশাল এলাকা জুড়ে ইটের স্থাপনা বেরিয়ে আসে। প্রচুর শালগাছ থাকায় এ জায়গাটিকে বলা হতো শালবন। এত ইটের ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে সাধারণ মানুষ মনে করলো এ বুঝি রাজবাড়ি। শালিবাহন বলে একজন রাজার নামও জানতো মানুষ। তাই শুরুতে এই নিদর্শনটি মানুষের মুখেমুখে প্রচারিত হলো শালবাহন রাজার বাড়ি বলে। পরে দেখা গেল এটি ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। সেই থেকে এর নাম হলো শালবন বিহার। ময়নামতি সেনানিবাসের ভেতরে খননের পর পাওয়া গেল পাশাপাশি তিনটি ইটের স্থাপনা। যেন তিনটি গম্বুজ। গবেষকদের বিচারে এগুলো হচ্ছে বৌদ্ধ স্তূপ। স্তূপ হচ্ছে বিশেষ ধরনের ধর্মীয় স্থাপনা। বৌদ্ধশিক্ষক বা ধর্মগুরুরা মারা গেলে তাদের মরদেহ আগুনে পোড়ানো হতো। পোড়ানো ছাই বা দেহের হাড় অথবা ধর্মগুরুর ব্যবহার করা কোনো দ্রব্য রেখে তার উপর তারা এই স্থাপনা বানাতো। এই স্থাপনাটির নাম দেয়া হলো ত্রিরত্নমুড়া। একে কুটিলামুড়াও বলা হয়। শালবন বিহারের মতই আরেকটি বিশাল স্থাপনা বেরিয়ে এলো বর্তমান সেনানিবাসের ভেতর। প্রথমে মানুষের মুখে প্রচার পেল আনন্দ রাজার বাড়ি বলে। পরে দেখা গেল এটিও একটি বৌদ্ধ বিহার। তাই এর নাম হলো আনন্দ বিহার। এবার আরো ছোট ছোট বৌদ্ধ মন্দির পাওয়া গেল। যেমন রূপবানমুড়া, ইটাখোলামুড়া, ভোজ বিহার ইত্যাদি। পাওয়া প্রত্ননিদর্শনের প্রায় সবই বৌদ্ধ স্থাপনা। তাই গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন এখানে প্রাচীন কালে বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্ব ছিল। অবশ্য একটি ঢিবি খনন করতে গিয়ে হিন্দু মন্দিরের দেয়ালের অংশ পাওয়া যায়। আর তার মধ্যে পাওয়া যায় চারটি তাম্রশাসন। একারণে ঢিবিটির নাম হয়ে যায় চারপত্রমুড়া। চারপত্রমুড়া থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার উত্তরে এগিয়ে গেলে একটি ঢিবি পাওয়া যাবে। এখানেও খনন করেছেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা। মানুষের মুখে ঢিবিটির নাম রাণীর বাংলা। ততক্ষণে ময়নামতি অঞ্চলে রাণী ময়নামতির কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। রাণীর নামেই এলাকাটির নাম হয়েছে ময়নামতি।

# বহুমুখী জ্ঞানের আসর

## বিজ্ঞান

*মাযহারুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**১. মানুষের ঘামে দুর্গন্ধ হয় কেন?**

**উত্তর :** মানুষের ঘাম প্রকৃতপক্ষে গন্ধহীন। কিন্তু ত্বকে বাস করা কিছু ব্যাকটেরিয়া এ ঘামে বংশ বিস্তার করে ও দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে।

**২. শরীরের ভেতর রক্ত জমেনা কেন?**

**উত্তর :** শরীরের ভিতর হেপারিন নামক রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি, রক্তনালির অভ্যন্তর ভাগের মসৃণতা এবং দ্রুত রক্ত সঞ্চালনের জন্য অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধেনা।

**৩. সমুদ্রের পানি মিঠা পানির চেয়ে ভারী কেন?**

**উত্তর :** সমুদ্রের পানিতে $C_a$, $M_g$ সহ বিভিন্ন রকমের লবণ দূরীভূত থাকায় মিঠা পানির চেয়ে সমুদ্রের পানি ঘনত্ব বেশী হয় বলে এটা ভারী হয়।

**৪. বিভিন্ন বস্তুর রঙ বিভিন্ন হয় কেন?**

**উত্তর :** কোন বস্তু বর্ণালির সাতটি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণটি প্রতিফলিত করে তাকে ঐ বর্ণের দেখায়। তাই এ প্রতিফলনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর রঙ বিভিন্ন হয়।

**৫. দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে কেন?**

**উত্তর :** পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে নিরক্ষরেখার উত্তর বা দক্ষিণে সূর্যাকিরণ ক্রমান্বয়ে তির্যকভাবে হেলে পড়ায় দিবারাত্রির হ্রাস ঘটে।

**৬. গাছের পাতা সবুজ হয় কেন?**

**উত্তর :** গাছের পাতায় ক্লোরোফিল নামক রাসায়নিক পদার্থের ভাগ বেশী থাকায় পাতা সবুজ হয়।

# রহস্যময় পৃথিবী

## মদীনার রহস্যময় জিন পাহাড়

*মুহাম্মাদ মুযাম্মিল হক, ছানাবিয়াহ ১ম বর্ষ*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

শহর থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে জিন পাহাড়ের অবস্থান। মদীনার উত্তর-পশ্চিমে ওয়াদী-আল বায়দা নামক পাহাড়ঘেরা এক উপত্যকা রয়েছে। যাকে মানুষ জিনের পাহাড় হিসাবেই জানে। মূলত এর নাম ওয়াদী-আল জিন। কাছাকাছি যেতেই চোখে পড়বে নানা আকৃতির বৃক্ষহীন ন্যাড়া পাহাড়। এর চূড়াগুলোও অদ্ভুত আকৃতির।

পথের মাঝ বরাবর বিশাল গেট। এখানে বেশ বড় এক দুর্ঘটনার পর থেকেই গেট লাগানো হয়েছে।

পিচ করা সড়কটি ঢালু। আমরা জানি প্রত্যেক জিনিসের প্রাকৃতিক স্বভাব হল ঢালুর দিকে গড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল কোন জিনিস সড়কে রাখলে ঢালুর বিপরীতে গড়িয়ে যেতে লাগবে। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ থাকলেও

গাড়ি চলতে শুরু করে ঢালুর বিপরীতে। আর গাড়ির গতিও কিন্তু কম নয়, রীতিমতো ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার বেগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ি চলতে থাকে। শুধু গাড়ি চলা নয়, পানির বোতল কিংবা পানি ফেললে, জুতা রেখে দিলে তাও ঢালুর বিপরীত দিকে গড়াতে থাকে।

কেউ কেউ ধারণা করেন, জায়গাটিতে প্রচুর চুম্বকজাতীয় পদার্থ আছে তাই এমনটি হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল-পানি, পানির বোতল বা জুতায় চুম্বক কীভাবে আকর্ষণ করে? এটাই রহস্য।

অবশ্য ওয়াদী-আল জিন এলাকায় প্রবেশের সময় গাড়িকে কিছুটা বেগ পেতে হয়। পরে নামার সময় শুধু স্টিয়ারিং ধরে থাকা। ওয়াদী-আল জিন এলাকার রাস্তা খুব উঁচু নয়, তার পরও শো শো আওয়াজে কান আপনি থেকে বন্ধ হয়ে যায়, পাহাড়ের ঢালে নেমে দাঁড়ালে মনে হয়, কেউ যেন পেছন থেকে ঠেলছে; এমন দুলুনি ভাব হয়।

ওয়াদী-আল জিন পাহাড় সম্পর্কে মানুষের প্রথম ধারণা আসে ২০০৯-২০১০ সালে। সঊদী সরকার এখানে একটি সড়ক তৈরির পরিকল্পনা করে ছিল। যথাসময়ে কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াচ্ছিল রাস্তা নির্মাণের জন্য রাখা যন্ত্র ও পিচ ঢালাই করার বড় বড় রোলার গাড়িগুলো আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। একটা সময় গাড়ি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মদীনা শহরের দিকে এগোতে থাকে।

এ দেখে শ্রমিকরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে নির্মাণ কাজ ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে সড়কটি মাত্র ৩৫-৪০ কি.মি. কাজ হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় ও অদ্ভুত পথ হল এ ওয়াদী-আল জিন পাহাড়ের বুক চিরে যাওয়া সড়কটি। সঊদী সরকার বেশ কিছুকাল জনসাধারণের যাতায়াত নিষিদ্ধ রাখার পর কয়েক বছর মাত্র সকাল ৮-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে।

সঊদীয়ানদের কাছে এ জিন পাহাড় নিয়ে নানা মত চালু রয়েছে। তবে জায়গাটা অসাধারণ। এর আশপাশের পাহাড়গুলো অধিকাংশই কালো রঙের।

বর্তমানে ওয়াদী-আল জিন এলাকাটি পর্যটন স্পট হিসাবে ধীরে ধীরে পরিচিতি পাচ্ছে। স্থানীয় আরবরা ছুটির দিন এখানে অবসর সময় কাটাতে আসেন। এখানে বেশ কিছু স্থানে ছোট ছোট গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া নিয়ে উল্টো পথে গাড়ি চলার অভিজ্ঞতা ও অনন্দ উপভোগ করে পর্যটকরা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য পর্যটক এখানে আসেন পাহাড়টি দেখতে। হজ্জ পালন শেষে মদীনায় আসা হাজীদের অনেকেই রসহ্যময় পাহাড়টি দেখার জন্য ভিড় জমান।

রহস্যময় পর্বতটি জিনের পাহাড়, যাদুর পাহাড় কিংবা চুম্বকের পাহাড়-যে নামেই পরিচিত হোক না কেন এটি পৃথিবীর অবাক এক বিস্ময়ের নাম এটি আল্লাহ্‌র এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এ বিস্ময়ের রহস্য অজানা। স্থানটি দেখার কৌতূহল সবার।

## দেশ পরিচিতি

### দক্ষিণ কোরিয়া

**দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত**

**সাংবিধানিক নাম :** রিপাবলিক অব কোরিয়া।

**রাজধানী :** সিউল।

**আয়তন :** ৯৮,৪৮০ বর্গ কিলোমিটার।

**লোকসংখ্যা :** ৫.৫০ কোটি।

**জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার :** ০.৫%।

**ভাষা :** কোরিয়ান।

**মুদ্রা :** ওন।

**সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় :** নাস্তিক (৪৬.৪%)।

**স্বাক্ষরতার হার (১৫+) :** ৯৭%।

**মাথাপিছু আয় :** ৩৪,৫৪১ মার্কিন ডলার।

**গড় আয়ু :** ৮২.১ বছর।

**সরকার পদ্ধতি :** রাষ্ট্রপতি শাসিত।

**স্বাধীনতা লাভ :** ১৫ই আগস্ট ১৯৪৮ সাল।

**জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ :** ১৭ই সেপ্টম্বর ১৯৯২ সাল।

> 'পৃথিবীর বুকে একদিন ইসলাম বিজয়ী হবেই। সেই বিজয় নিশ্চয়ই বুলেট-বোমা দিয়ে হবে না। হবে আদর্শ দিয়ে'
>
> প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

## যেলা পরিচিতি

### নড়াইল

**প্রতিষ্ঠা :** ১লা মার্চ ১৯৮৪ সাল।

**সীমা :** নড়াইল যেলার পূর্বে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ; পশ্চিমে যশোর; উত্তরে মাগুরা এবং দক্ষিণে খুলনা যেলা অবস্থিত।

**আয়তন :** ৯৬৭.৯৯ বর্গ কিলোমিটার।

**উপযেলা :** ৩টি। নড়াইল সদর, কালিয়া ও লোহাগড়া।

**পৌরসভা :** ৩টি। নড়াইল সদর, কালিয়া ও লোহাগড়া।

**ইউনিয়ন :** ৩৯টি।

**গ্রাম :** ৬৩৫টি।

**উল্লেখযোগ্য নদী :** মধুমতি, চিত্রা, নবগঙ্গা, কাজলা প্রভৃতি।

**উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান :** গোয়ালবাথান গ্রামের মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী), কদমতলা মসজিদ, উজিরপুর রাজা কেশব রায়ের বাড়ী প্রভৃতি।

**উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব :** শেখ আব্দুস সালাম (শহীদ বুদ্ধিজীবী), বীরশ্রেষ্ঠ নূর মুহাম্মাদ শেখ. ড. মহেন্দ্র সরকার প্রমুখ।

**সোনামনি**
একটি ফুটন্ত গোলাপের নাম

# সংগঠন পরিক্রমা

**সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১লা আগস্ট বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা উপযেলাধীন সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক খায়রুল ইসলাম, বাগমারা উপযেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম ও হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আজিবর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি বুরহানুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ছালাহুদ্দীন।

**ডুমুরিয়া, মোহনপুর, রাজশাহী ২৫শে আগস্ট রবিবার :** অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ডুমুরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর উপযেলার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আফাযুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নিপা খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ছাব্বির হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মৌগাছি এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ একরামুল হক।

**খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৮শে জুলাই রবিবার :** অদ্য মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ বাদশাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম শাখা'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয আব্দুল হাফিয ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ।

**পাইকপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৯শে জুলাই সোমবার :** অদ্য বাদ আছর যেলার পবা থানাধীন পাইকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক

Contents



সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও 'সোনামণি' মারকায এলাকার রজনীগন্ধা শাখা'র পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রেযওয়ান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাছুমা আক্তার।

**বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ ১৭ই আগষ্ট শনিবার :** অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার আত্রাই থানাধীন বাজেধনেশ্বর নূরানী মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রিফাত হোসাইন।

**হড়গ্রাম-পূর্ব শেখপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী ৮ই আগস্ট বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ আছর যেলার রাজপাড়া থানাধীনা হড়গ্রাম-পূর্ব শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ওমর ফারূক ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে যাকিয়া খাতুন।

**জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর ২রা আগস্ট শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন জামনগর ঘোষপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মারকায ছানাবিয়া ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ শহীদ হাসান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তামীম আহমাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মারিয়াম আখতার। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ কামরুয্যামান।

**মোল্লাপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী ৩রা আগস্ট শনিবার :** অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার রাজপাড়া থানাধীন মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ

আব্দুল গফূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মুরসালীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ তামীমুল ইসলাম।

**মহব্বতপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ১০ই আগস্ট বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন মহব্বতপুর ময়ারমোড় আহলেহাদীছ ওয়াক্তিয়া মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মহব্বতপুর শাখার সাবেক অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মফীযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি মারকায এলাকা, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর সহ-পরিচালক ইমরুল কায়েস। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আশা খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ধুরইল শাখা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

## প্রাথমিক চিকিৎসা

## শিশুদের ডেঙ্গু : আমাদের করণীয়

**সানজানা চৌধুরী**
**বিবিসি বাংলা, ঢাকা**
**২রা অগাস্ট ২০১৯**

বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তদের একটি বড় অংশই শিশু। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তদের একটি বড় অংশই শিশু। শিশুরা সাধারণত তাদের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন বা সতর্ক না হওয়ার কারণে তাদের ওপর এই রোগের প্রভাব বড়দের চাইতে আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ অবস্থায় শিশুদের ডেঙ্গু থেকে রক্ষায় অভিভাবকদেরকেই সচেতনতার সাথে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

### শিশুদের ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে করণীয়

শিশুদের ডেঙ্গু রোগ হওয়া থেকে বাঁচাতে শুরুতেই এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যেন তাদের মশা না কামড়ায়।

এ ব্যাপারে শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. আবু তালহা কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন।

১. এডিস মশার উৎস ধ্বংস করতে হবে। এডিস মশা সাধারণত গৃহস্থালির পরিষ্কার স্থির পানিতে জন্মে থাকে- যেমন ফুলের টব, গাড়ির টায়ার বা ডাবের খোলে বৃষ্টির জমা পানি ইত্যাদি। তাই এডিস মশার লার্ভা জন্ম নিতে পারে এমন স্থানগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো

নষ্ট করে ফেলতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২. শিশুদের দিনে ও রাতে মশারির ভেতরে রাখতে হবে। বিশেষ করে নবজাতক শিশুকে সার্বক্ষণিক মশারির ভেতরে রাখা যরূরী। এছাড়া হাসপাতালে কোন শিশু যদি অন্য রোগের চিকিৎসাও নিতে আসে, তাহলে তাকেও মশারির ভেতরে রাখতে হবে। কেননা ডেঙ্গু আক্রান্ত কাউকে এডিস মশা কামড়ে পরে কোন শিশুকে কামড়ালে তার শরীরেও ডেঙ্গুর ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৩. শিশুরা যে সময়টায় বাইরে ছুটোছুটি বা খেলাধুলা করে, সে সময়টায় তাদের শরীরে মসকুইটো রেপেলেন্ট অর্থাৎ মশা নিরোধীকরণ স্প্রে, ক্রিম বা জেল ব্যবহার করা যেতে পারে এবং কয়েক ঘণ্টা অন্তর পুনরায় এই রেপেলেন্ট প্রয়োগ করতে হবে।

৪. শিশু যদি অনেক ছোট হয় বা তাদের শরীরে ক্রিম বা স্প্রে ব্যবহার করা না যায়, তাহলে তাদের হাতে মসকুইটো রেপেলেন্ট বেল্ট বা পোশাকে প্যাচ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. মশার কামড় প্রতিরোধে আরেকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হতে পারে শিশুদের ফুল হাতা ও ফুল প্যান্ট পরিয়ে রাখা।

৬. তবে মশা প্রতিরোধ অ্যারোসল, মশার কয়েল বা ফাস্ট কার্ড শিশু থেকে শুরু করে সবার জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে। এর পরিবর্তে মসকুইটো কিলার বাল্ব, ইলেকট্রিক কিলার ল্যাম্প, ইলেকট্রিক কয়েল, মসকুইটো কিলার ব্যাট, মসকুইটো রেপেলার মেশিন, মসকুইটো কিলার ট্র্যাপ ইত্যাদির সাহায্যে নিরাপদে মশা ঠেকানো যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে এই সরঞ্জামগুলো যেন শিশুর নাগালের বাইরে থাকে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন বলে মনে করেন ডা. আবু তালহা।

৭. যদি শিশুর মা ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হন, তাহলে সেই ভাইরাসের কোন প্রভাব মায়ের বুকের দুধে পড়ে না। কাজেই আক্রান্ত অবস্থায় মা তার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন।

**শিশুর ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ**

সাধারণত ডেঙ্গুবাহী এডিস মশা কামড় দেয়ার পর সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ডেঙ্গুর ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে এবং এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশের চার থেকে ১০ দিনের মধ্যে নানা ধরণের উপসর্গ দেখা দেয়। তবে শিশুর জ্বর মানেই যে সেটা ডেঙ্গু এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই।

ডা. আবু তালহা ডেঙ্গু রোগের প্রাথমিক কিছু লক্ষণের কথা তুলে ধরেন যা নিম্নরূপ :

১. ডেঙ্গু যেহেতু ভাইরাসজনিত রোগ, তাই এই রোগে জ্বরের তাপমাত্রা সাধারণত ১০১, ১০২ ও ১০৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট হতে পারে। তবে ডেঙ্গু হলেই যে তীব্র জ্বর থাকবে, এমনটা নয়। জ্বর ১০০ এর নীচে থাকা অবস্থাতেও অনেক শিশুর ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে।

ডেঙ্গুর এই জ্বরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত ফেব্রাইল ফেজ- শিশুর ডেঙ্গু জ্বর ২ থেকে ৩ দিন বা তার চাইতে বেশী স্থায়ী হলে।

দ্বিতীয়ত অ্যাফেব্রাইল ফেজ- এ সময় বাচ্চার আর জ্বর থাকে না। সাধারণত এর সময়কাল থাকে ২-৩ দিন।

তৃতীয়ত কনভালিসেন্ট ফেজ- যখন শিশুর শরীরে র‍্যাশ দেখা যায়। এর সময়কাল থাকে ৪-৫ দিন।

অ্যাফেব্রাইল ফেজে অভিভাবকদের সবচেয়ে বেশী সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এই ক্রিটিকাল ফেজে শিশুর জ্বর বা শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়ার পর রোগটি সংকটপূর্ণ অবস্থায় চলে যেতে পারে।

এই সময়ে রোগীর শরীরে পাজমা লিকেজ হয়ে বিভিন্ন অংশে জমা হয়ে থাকে।

এ কারণে রোগীর পেট ফুলে যায় বা রক্তক্ষরণের মতো সমস্যা দেখা দেয় এবং যার কারণে শিশুদের শক সিনড্রোম হতে পারে।

তাই জ্বর সেরে যাওয়ার দুই থেকে তিন দিন শিশুকে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা প্রয়োজন।

২. শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক চঞ্চলতা থাকে না-শিশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং ঝিমাতে থাকে। অযথা কান্নাকাটি করে।

৩. শিশুর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়, কিছুই খেতে চায় না। বমি বমি ভাব হয় বা কিছু খেলেই বমি করে দেয়।

৪. ৬-৮ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর প্রস্রাব না হওয়া ডেঙ্গুর মারাত্মক লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি।

৫. শরীরে লালচে র‍্যাশ দেখা দিতে পারে।

৬. মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, পেটে ব্যথা হতে পারে।

৭. হতে পারে পানি শূন্যতা এবং পাতলা পায়খানাও।

৮. চোখ লাল হয়ে যাওয়া, কাশি বা শ্বাসকষ্ট হওয়া। এটা মূলত অ্যাফেব্রাইল স্তরে বেশি হয়ে থাকে।

৯. পরিস্থিতি গুরুতর হলে অর্থাৎ ডেঙ্গুর কারণে শিশুর শকে যাওয়ার অবস্থা হলে তার পেট ফুলে যেতে পারে বা শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে। যেমন রক্তবমি, পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া ইত্যাদি।

### শিশুদের ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা

শিশুর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় নিচের কয়েকটি উপায়ে চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে।

১. শিশুর শরীরে যদি জ্বর থাকে, তাহলে পানি দিয়ে শরীর বার বার স্পঞ্জ করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

২. শিশুকে পানি ও মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি বেশি পরিমাণে তরল খাবার, বিশেষ করে খাওয়ার স্যালাইন, ডাবের পানি, ফলের শরবত, স্যুপ ইত্যাদি খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা।

৩. ডেঙ্গুর ধরণ বুঝে চিকিৎসকরা শিশুদের প্যারাসিটামল অথবা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিয়ে থাকেন।

৪. রক্তচাপ অস্বাভাবিক থাকলে স্যালাইন দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

Contents



# ভাষা শিক্ষা

## পাখির নাম

*মাফরুজা খাতুন, ৯ম শ্রেণী*
*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

ঈগল - نَسْرٌ - Eagle (ঈগল্)

উটপাখি - نَعَامٌ - Ostrich (অস্ট্রিচ)

কবুতর - حَمَامَةٌ - Pigeon (পিজান)

কাক - غُرَابٌ - Crow (ক্রো)

কোকিল -وَقْوَاقٌ - Cuckoo (কুকূ)

ঘুঘু - يَمَامٌ - Dove (ডাভ)

চড়ুই - عُصْفُوْرٌ - Sparrow(স্প্যারৌ)

চিল - حِدْأَةٌ - Kite(কাইট)

টিয়া -بَرَكِيْتٌ - Parakeet (প্যারাকীট)

পেঁচা - بُوْمٌ - Owl (আউল)

বক مَالِكُ الْحَزِيْنِ - Heron (হেরন)

বাবুই -حَبَّاكٌ-Weaver-bird (ওয়েভার-বার্ড)

বাদুড়-خُفَّاشٌ - Bat (ব্যাট)

ময়ুর-طَاوُوْسٌ - Peacock (পীকক)

ময়না- مَيْنَةٌ - Myna (মায়না)

মাছরাঙা- قِرِلَّى - Kingfisher (কিংফিশার)

মুরগী - دَجَاجَةٌ – Hen (হেন)

মোরগ - دِيْكٌ - Cock (কক্)

শকুন - نَسْرٌ - Vulture (ভালচার)

# কুইজ

১. 'খাঁটি মুনাফিকের আলামত কয়টি?
উ:..........................................

২. মুনাফিকের স্থান কোথায়?
উ:..........................................

৩. কী রিযিক ও বরকতে ঘাটতি সৃষ্টি করে?
উ:..........................................

৪. যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুখে পড়তেন, তখন কোন কোন সূরা পড়ে ফুঁক দিয়ে নিজের দেহে হাত বুলাতেন?
উ:..........................................
..........................................

৫. ঘুমাতে যাওয়ার সময় কী করলে ফেরেশতা তার পাহারাদার হবে?
উ:..........................................

৬. আজারবাইজানের সবচেয়ে কনিষ্ঠ হাফেযার নাম কী?
উ:..........................................

৭. সঊদী শহর প্রায় কত কিলোমিটার দূরে জিন পাহাড়ের অবস্থান?
উ:..........................................

৮. ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত শিশুকে কী কী খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা?
উ:..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

৯. সোনা ও রেশম কাদের জন্য হালাল ও কাদের জন্য হারাম?
উ:..........................................

১০. যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল সে কী করল?
উ:..........................................

Contents



এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই অক্টোবর ২০১৯।

## গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) সত্যবাদিতা ও সততার মধ্যে (২) ছবর করে (৩) যে মুমিন মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করে (৪) ক্ষমা করা ও তাকে সংশোধন করা (৫) পুণ্যশীলা নারী (৬) হালাল খাদ্যের মাধ্যমে (৭) এশা ও ফজরের ছালাত (৮) মূসা আল-খাওয়ারিজমী (৯) ভ্যাটিকান সিটি (১০) ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সাল।

## গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

**১ম স্থান : তরীকুল ইসলাম,** ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

**২য় স্থান : শফীকুল ইসলাম,** ২য় শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

**৩য় স্থান : শরীফুল ইসলাম,** ২য় শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

### উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : ..............................
প্রতিষ্ঠান : ..............................
.............................. শ্রেণী : ..............
ঠিকানা : ..............................
..............................
মোবাইল : ..............................

## সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।

## সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯

# নীতিমালা

**নিম্নের ৮টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।**

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে ও ৮ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

**◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. **আক্বীদা (আবশ্যিক) :** (নবীগণের পরিচয়, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর নবুঅতকাল, মৃত্যু ও কবর, খুলাফায়ে রাশেদীনের পরিচয়, হারামায়েন-এর পরিচয়, চার খলীফার নাম ও কুতুবে সিত্তাহ : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬২)।*

২. **হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ :** (১ম পারা এবং সূরা সাজদাহ, দাহর, হুজুরাত, ছফ ও লোকমান)।

৩. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।**

**(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা ছফফাত (১০০-১১১) আয়াত।

**(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. **ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১১-১৮)।

৫. **সাধারণ জ্ঞান :**

(ক) **সোনামণি জ্ঞানকোষ-১**-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৭০ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (অঙ্ক), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (২৭-৫২ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ ও ৪৮ পৃ.)।

(খ) **সোনামণি জ্ঞানকোষ-২**-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ১-২০; শিশু অধিকার ১-৬ নং প্রশ্ন), ভাষা, বুদ্ধিমত্তা (ইংরেজী ৮১ পৃ.) এবং সংগঠন বিষয়ক (১-২০ নং প্রশ্ন)।

৬. **সোনামণি জাগরণী :** কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৭. **আযান :** *(শুধু বালকদের জন্য)*।

৮. **হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা :** ২৫ জন নবীর নাম : আরবী, বাংলা ও ইংরেজী।

৯. **রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের ৫নং নীতিবাক্য (আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি)।**

**◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :**

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ২০১৮ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।

Contents



৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হতে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

**◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :**

| | | |
|---|---|---|
| **১. শাখা** | **: ৪ঠা অক্টোবর** | **(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।** |
| **২. উপযেলা** | **: ১১ই অক্টোবর** | **(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।** |
| **৩. যেলা** | **: ১৮ই অক্টোবর** | **(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।** |
| **৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়** | **: ৭ই নভেম্বর** | **(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।** |

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।